বৈষ্ণব-গীতা

বৈষ্ণব-গীতা।

অম্বরীষ উবাচ।

কেনোপায়েন দেবর্ষে ভববন্ধাৎ বিমুচ্যতে।
তদ্বদস্ব মহাভাগ যদ্যস্তি ময্যনুগ্রহঃ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর।
বক্ষ্যামি তব রাজেন্দ্র শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥ ২ ॥
কৈবল্যদায়িনী গীতা শ্রীবৈষ্ণবগীতাভিধা।
শৃণুষ্ব পরয়া ভক্ত্যা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ৩ ॥
বৈষ্ণবানাং গতির্যত্র পাদস্পর্শশ্চ যত্র বৈ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি নৃপসত্তম ॥ ৪ ॥
আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদাভিবন্দনন্তথা।
বাঞ্ছন্তি সর্ব্বতীর্থানি বৈষ্ণবানাং সদৈব হি ॥ ৫ ॥

অম্বরীষ নারদ সকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ দেবর্ষে! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে কি উপায়ে ভববন্ধ হইতে বিমুক্তিলাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

নারদ কহিলেন, হে ধার্ম্মিকপ্রবর মহাভাগ রাজেন্দ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহা হউক, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

হে রাজন্! বৈষ্ণবগীতা-নাম্নী যে গীতা আছে, তাহার প্রসাদেই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে। তুমি ভববন্ধ-মোচনার্থ পরমা ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

হে নৃপসত্তম! যে স্থানে বৈষ্ণবেরা গমন করেন এবং যে স্থানে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয়, সর্ব্বতীর্থ নিত্য তথায় অধিষ্ঠিত থাকে ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিতে, তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিতে এবং তাঁহাদিগের পাদাভিবন্দন করিতে সর্ব্বতীর্থ সর্ব্বদা ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভম্।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি ভূপতে ॥ ৬ ॥
নিপীড়িতোঽহং শ্রান্তোঽহং দীর্ঘসংসারবর্ত্মনি।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি তৎ কুরুষ শ্রীবৈষ্ণব ॥ ৭ ॥
দীনঞ্চ ভক্তিহীনঞ্চ আধিব্যাধিনিপীড়িতম্।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং কৃপয়া প্রভো ॥ ৮ ॥
গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি সত্যং শ্রীবৈষ্ণবং বিনা।
তৎপাদরজসা পূতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৯ ॥
কথিতং তব রাজেন্দ্র রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে তু নরকী ভবেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবগীতা সমাপ্তা ॥

হে রাজন্! বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকদিগের শুভপ্রদ পবিত্র পাদোদক বসুধা ও বসুধাস্থিত নিখিল তীর্থকে পবিত্র করে ॥ ৬ ॥

আমি দীর্ঘ সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া প্রপীড়িত ও শ্রান্ত হইয়াছি। যাহাতে পুনর্বার আর এই পথে গমন করিতে না হয়, হে বৈষ্ণব! কৃপা করিয়া তাহা করুন্ ॥ ৭ ॥

আমি দীন, ভক্তিহীন, আধিব্যাধিপ্রপীড়িত, অনাশ্রয় ও অনাথ। হে প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৮ ॥

সত্যই বলিতেছি, বৈষ্ণব ব্যতিরেকে এ সংসারে পরিত্রাণের আর অন্য গতি নাই। বৈষ্ণবের চরণধূলিতে সচরাচর সকল ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

হে রাজেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট বৈষ্ণবগীতারহস্য কীর্ত্তন করিলাম। অভক্ত ব্যক্তিকে কদাপি ইহা প্রদান করিবে না। অভক্তকে প্রদান করিলে নরকবাস ঘটে ॥ ১০ ॥

ইতি বৈষ্ণবগীতা সমাপ্ত।